অলিম্পিক পার্কে বৈশাখী মেলা

কর্ণফুলী রিপোর্ট

সিড্নীতে ইতিমধ্যে গজিয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং তারা আয়োজন করেছে ভিন্ন ভিন্ন ভেন্যুতে বাৎসরিক বৈশাখী মেলা। মূল বঙ্গবন্ধু পরিষদ দাবিকৃত সংগঠনের স্থায়ী সভাপতি ডঃ রাজ্জাক ও সাধারণ সম্পাদক শেখ শামীম কর্তৃক আয়োজিত বৈশাখী মেলা উদ্‌যাপিত হল গত ২১শে এপ্রিল সিড্নী অলিম্পিক পার্কের অ্যাথলেটিক সেন্টারে। বলাবাহুল্য সিড্নী অলিম্পিক পার্ক এলাকাটি অত্যন্ত মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। সাধারণভাবেই এই এলাকার প্রতি মানুষের আকর্ষণ অনেক বেশি। আর বাৎসরিক এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে মেলা দেখতে এসেছিল প্রায় ১০/১২ হাজার মানুষ। এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী একত্রিত হয়ে মেলা হয়ে উঠেছিল যেন এক মহামিলন ক্ষেত্র - এ যেন মিনি বাংলাদেশ।

বৈশাখী মেলাতে নানা জাতের দোকানের পসরা সাজিয়ে বসেছিল বাঙ্গালীরা। বেশির ভাগই খাবারের দোকান- এবং অবশ্যই দেশী খাবার; যেমন : লুচি সব্জী,

জনস্রোত বয়েছিল সেদিন অলিম্পিক ময়দানের বৈশাখী মেলাতে, জ্যেষ্ঠ বঙ্গবন্ধু পরিষদ সিডনীতে মিলন মেলার ইতিহাস রচনা করলো। ছবিটি বিকেল ৩টায় তোলা, বিকেল ৫টার পর তিলধারন ঠাঁই ছিলনা বৃহৎ এ ময়দানে

ঝাল মুড়ি, কাবাব, ফুচকা, চটপটি, মিষ্টি, হাওয়াই মিঠাই ইত্যাদি। এর সাথে ছিল মেহেদি রাঙ্গানোর দোকান, বইয়ের স্টল, কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন স্টল। প্রায় সারা দিনই প্রতিটি দোকানের সামনে ছিল ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়। মেলায় দোকান দেওয়া বিক্রেতারা হিমসিম খেয়েছেন এই ভিড় সামাল দিতে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে মেলা চলে রাত ১০টা- ১১টা পর্যন্ত। বন্ধু, আত্মীয় আর পরিচিত মানুষদের সাথে দেখা হয়ে মানুষ যেন লাভ করে ঈদের আনন্দ।

গ্যালারীর সামনে তৈরি করা ছিল মেলা মঞ্চ যেখানে দিন ভর নানা রকম গান বাজনা চলতে থাকে আর গ্যালারীতে বসে দর্শকেরা সেসব উপভোগ করে।
মাঠের এক প্রান্তে ইলেক্ট্রনিক হোর্ডিং এ ক্ষণে ক্ষণে বৈশাখী মেলাকে স্বাগত

জানিয়ে লেখা ভেসে আসতে থাকে।

সন্ধ্যায় জ্বলে উঠে ফ্লাড লাইট আর সে আলোর বন্যায় সমগ্র মেলা ক্ষেত্র হয়ে উঠে দিনের আলোর মত ঝকঝকে। অ্যাথলেটিক সেন্টারের সুদৃশ্য ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা হয়ে উঠছিল আরও বেশি নয়নাভিরাম।

সন্ধ্যায় শুরু হয় গান বাজনার আসর। স্থানীয় শিল্পী আতিক হেলাল কয়েকটি জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেন। হয় ফ্যাশন শো- দর্শকরা উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়েন। কয়েকজন সংগীত শিল্পী রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি এবং বিভিন্ন ধরণের গান পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট জনদের বক্তব্য এবং পুরস্কার প্রাপ্তির পরে মঞ্চে আগমন করে স্থানীয় ব্যান্ড 'কৃষ্টি'- যাদের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া।

লাজে মুখ ঢেকেছেন জনাব ইব্রাহিম, সহাস্যে মেলা উপভোগ করছেন এহসান ও আবেদীন ভাই

একজন মাকে ঘিরে মেলা ময়দানে কয়েকজন প্রবাসী সন্তান আড্ডা দিচ্ছেন

একেবারে শেষের দিকের আকর্ষণ ছিল লন্ডন থেকে আগত প্রখ্যাত গণ সংগীত শিল্পী হিমাংসু গোস্বামী এবং বর্তমান প্রজন্মের নজর কাড়া গায়ক কায়ার সংগীত পরিবেশনা। তাঁদের গান বেশ উপভোগ্য হয়েছিল বলে দর্শক শ্রোতারা মন্তব্য করেন।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু মনের মাঝে জেগে রইলো সিড্‌নী শহরের অলিম্পিক পার্কে আয়োজিত বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ এই মেলার স্মৃতি।

জামিল হাসান সুজন, সহকারী সম্পাদক, কর্ণফুলী, ২৫/০৪/২০০৭